২৪-০৫-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যা শোনান, তা তোমাদের মনে ছেপে যাওয়া উচিত, তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী ঘরানায় উচ্চ পদ পেতে, তাই তোমাদের ধারণাও করতে হবে"

প্রশ্ন :-- সদা রিফ্রেশ থাকার উপায় কি ?

উত্তর :-- গরমে যেমন পাখা চালালে রিফ্রেশ করে দেয়, তেমনই সদা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, তাহলে রিফ্রেশ থাকবে । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগে ? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড । বাচ্চারা, তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী অবশ্যই হতে হবে, কেননা এতেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । স্বদর্শন চক্র যারা ঘোরায় তারাই সূর্যবংশী হয় ।

ওম্ শান্তি । পাখা যখন ঘোরে তখন সবাইকে রিফ্রেশ করে দেয় । তোমরাও যখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো তখন খুবই রিফ্রেশ হয়ে যাও । স্বদর্শন চক্রধারীর অর্থ কেউই জানে না, তাই তাদের বোঝানো উচিত । বুঝতে না পারলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে না । স্বদর্শন চক্রধারীরা নিশ্চিত হবে যে আমরা চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি । কৃষ্ণের হাতেও চক্র দেখানো হয় । কম্বাইন্ড লক্ষ্মী - নারায়ণকেও দেওয়া হয় আবার পৃথকভাবেও দেওয়া হয় । স্বদর্শন চক্রকেও বোঝাতে হবে তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এই কথা তো খুবই সহজ । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - বাবা, স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগবে ? বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড । এরপর তোমরা বিষ্ণুবংশী হও । দেবতাদের বিষ্ণুবংশী বলা হবে । বিষ্ণুবংশী হতে হলে প্রথমে তো শিববংশী হতে হবে এরপর বাবা বসে সূর্যবংশী বানান । এই অক্ষর তো খুবই সহজ । আমরা নতুন বিশ্বে সূর্যবংশী হই । আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা হই । স্বদর্শন চক্রধারী থেকে বিষ্ণুবংশী হতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে । আমাদের তৈরী করেন শিববাবা । শিববাবাই বিষ্ণুবংশী বানান, আর কেউই তা বানাতে পারে না । এ তো বাচ্চারা জানেই যে, বিষ্ণুপুরী হয় সত্যযুগে, এখানে নয় । এ হলো বিষ্ণুবংশী হওয়ার যুগ । তোমরা এখানে আসোই বিষ্ণুবংশে আসার জন্য, যাকে তোমরা সূর্যবংশী বলো । জ্ঞান সূর্যবংশী অক্ষর খুবই ভালো । বিষ্ণু ছিলেন সত্যযুগের মালিক । তাঁরমধ্যে লক্ষ্মী - নারায়ণ দুইই আছে । এখানে বাচ্চারা এসেছে লক্ষ্মী - নারায়ণ অথবা বিষ্ণুবংশী হওয়ার জন্য । এতে খুশীও অনেকই হয় । নতুন দুনিয়ায়, নতুন বিশ্বে, স্বর্ণযুগের বিশ্বে তোমাদের বিষ্ণুবংশী হতে হবে । এরথেকে উঁচু পদ আর নেই, এতে তো খুবই খুশী হওয়া উচিত ।

প্রদর্শনীতে তোমরা বোঝাও । তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই । তোমরা বলো, এ অনেক বড় ইউনিভার্সিটি । একে বলা হয় রুহানী স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি । এইম অবজেক্ট এই চিত্রতে আছে । বাচ্চাদের এইকথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত । তোমরা কিভাবে লিখবে যাতে বাচ্চাদের বোঝাতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে । তোমরাই তা বোঝাতে পারো । ওতেও তো লেখা আছে - আমরা অবশ্যই বিষ্ণুপুরীর দেবী - দেবতা ছিলাম, অর্থাৎ দেবী - দেবতা কুলের ছিলাম । আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম । বাবা বোঝান যে - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই ভারতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সূর্যবংশী দেবী - দেবতা কুলের ছিলে । বাচ্চাদের এই কথা এখন বুদ্ধিতে এসেছে । শিববাবা বাচ্চাদের বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগে সূর্যবংশী ছিলে । শিববাবা এসেছিলেন সূর্যবংশী ঘরানা স্থাপন করতে । ভারত বরাবরের জন্য স্বর্গ ছিলো । এঁরাই পূজ্য ছিলো, কেউই তখন পূজারী ছিলো না ।

পূজার কোনো সামগ্রীও তখন ছিলো না । এই শাস্ত্রতেই পূজার নিয়ম – কানুন ইত্যাদি লেখা আছে । এ হলো সামগ্রী । তাহলে বেহদের বাবা শিববাবা বসে তোমাদের বোঝান । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তাঁকে বৃক্ষপতি বা বৃহস্পতিও বলা হয় । বৃহস্পতির দশা উঁচুর থেকেও উঁচু হয় । বৃক্ষপতি তোমাদের বোঝাচ্ছেন – তোমরা পূজ্য দেবী – দেবতা ছিলে তারপর পূজারী হয়েছো । যে দেবতারা নির্বিকারী ছিলো, তাঁরা কোথায় গেলো ?অবশ্যই তাঁরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে নামবে। তাই এক একটি অক্ষর নোট করার দরকার । মনে নাকি কাগজে ? এ কথা কে বুঝিয়ে বলেন ? শিববাবা । তিনিই স্বর্গের রচনা করেন । শিববাবাই বাচ্চাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে পারে না । লৌকিক বাবা তো হলেন দেহধারী । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো --- বাবা, বাবা তখন উত্তর দেন – হে বাচ্চারা । তাহলে তো অসীম জগতের (বেহদের) বাবা হয়ে গেলেন, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা সূর্যবংশী পূজ্য দেবী – দেবতা ছিলে, এরপর পূজারী হয়েছো এ হলো রাবণের রাজ্য । প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয়, তবুও মরেই না । ১২ মাস পর আবার রাবণকে জ্বালাবে । সিদ্ধ করে দেখায় যে আমরা রাবণ সম্প্রদায়ের । রাবণ অর্থাত্ পাঁচ বিকারের রাজ্য কায়েম আছে । সত্যযুগে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো এখন কলিযুগ হলো পুরানো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, এই চক্র ঘুরতে থাকে । এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাবংশী, সঙ্গম যুগে বসে আছো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা ব্রাহ্মণ । এখন আমরা শূদ্র কুলের নই । এই সময় হলোই আসুরী রাজ্য । বাবাকে বলা হয় – হে দুঃখহর্তা হে সুখকর্তা । সুখ এখন কোথায় আছে ? সত্যযুগে । দুঃখ কোথায় আছে ? দুঃখ তো কলিযুগে আছে । দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা হলেনই শিববাবা । তিনি সুখেরই অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়, সেখানে দুঃখের নামমাত্র থাকে না । তোমাদের আয়ুও সেখানে অনেক বেশী হয় তাই কান্নার কোনো প্রয়োজন নেই । সময় মতো পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে । তাঁরা মনে করে শরীর এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে । প্রথমে ছোটো ছোটো বাচ্চারা সতোগুণী হয়, তাই বাচ্চাদের ব্রহ্মজ্ঞানীর থেকেও উঁচু মনে করা হয় কেননা সন্ন্যাসীরা তো বিকারী গৃহস্থ জীবনের ভয়ে সন্ন্যাসী হয় তাই তাঁরা বিকারের সব খবরই জানেন । সেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা কিছুই জানে না । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণ রাজ্য, ভ্রষ্টাচারী রাজ্য । শ্রেষ্ঠাচারী দেবী – দেবতার রাজ্য সত্যযুগে ছিলো, এখন আর তা নেই । হিষ্ট্রি আবার রিপিট হবে । কে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে ?এখানে তো একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নেই । এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । এ হলো পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি তৈরী করার যুগ । বাবা এসেই পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী করেন ।

বলা হয় – সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায় । সত্য বাবা ছাড়া দুনিয়াতে সবই কুসঙ্গ । বাবা বলেন যে – আমি তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানিয়ে যাই । এরপর সম্পূর্ণ বিকারী কে বানায় ? মানুষ বলে, আমরা কি জানি ! বাবা বসে বোঝান, মানুষ তো কিছুই জানে না । এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না ? কারোর বাবা মারা গেলে জিজ্ঞেস করো, কোথায় গেলো ? বলবে স্বর্গবাসী হয়েছে । আচ্ছা, তাহলে এর অর্থ নরকে ছিলো, তাই না ? তাহলে তোমরাও তো নরকবাসী হলে, তাই না । এটা কতো সহজ বোঝার মতো কথা । নিজেদের কেউই নরকবাসী মনে করে না । নরককে বেশ্যালয় আর স্বর্গকে শিবালয় বলা হয় । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী – দেবতাদের রাজ্য ছিলো । তোমরা এই বিশ্বের মালিক মহারাজা মহারাণী ছিলে তারপর তোমাদের পুনর্জন্ম নিতে হয়েছে । তোমরাই সবথেকে বেশী পুনর্জন্ম নিয়েছো । এরজন্যই এমন মহিমা আছে যে – আত্মা, পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল । তোমাদের স্মরণে আছে যে, তোমরা প্রথমে আদি সনাতন

দেবী - দেবতা ধর্মের হয়েই এসেছিলে তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো এখন আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে । মানুষ ডেকেও থাকে - পতিত পাবন এসো, তো সার্টিফিকেট দেয় যে, একই সুপ্রীম সদ্গুরু এসে পবিত্র বানান । তিনি নিজেই বলেন, আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদের পবিত্র বানাই । বাকি ৮৪ লাখ যোনি ইত্যাদি কিছুই নেই । ৮৪ জন্ম আছে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের প্রজারা সত্যযুগে ছিলো, এখন আর নেই, তারা কোথায় গেলো ? তাদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয় । যাঁরা প্রথম নম্বরে আসে, তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় । তাই প্রথমে এই কথা জানা উচিত । দেবী - দেবতাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপিট হয় । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজ্য অবশ্যই রিপিট হয় । বাবা তোমাদের সেই উপযুক্তই করছেন । তোমরা বলো যে, আমরা এই ইউনিভার্সিটি বা পাঠশালাতেই এসেছি, যেখানে আমরা নর থেকে নারায়ণ হই । আমাদের এইম অবজেক্ট এটাই । যারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে, তারাই পাস করতে পারবে । যারা পুরুষার্থ করবে না তারা প্রজাতে আসবে, অনেকে সাহুকার হবে, কেউ আবার তারও কম । এই রাজধানী এখন তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছি । শ্রী শ্রী শিববাবার মতে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ বা দেবী - দেবতা তৈরী হয় । শ্রীয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ । এখন কাউকেই শ্ বলা যাবে না কিন্তু এখানে তো যেই আসবে তাকেই শ্রী বলে দেওয়া হবে । শ্রী অমুক --- এখন শ্রেষ্ঠ তো এক দেবী - দেবতা ছাড়া কেউই হতে পারবে না । ভারত শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলো । রাবণ রাজ্যে সেই ভারতের মহিমাই শেষ করে দিয়েছে । ভারতের মহিমাও যেমন অনেক আছে তেমনি নিন্দাও অনেক আছে । ভারত সম্পূর্ণ ধনবান ছিলো এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে । মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে তাঁদেরই মহিমা করে - আমরা নির্গুণ হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । মানুষ দেবতাদের বলে থাকে কিন্তু তাঁরা কি দয়ালু ছিলো ? দয়ালু তো একজনকেই বলা হয়, যিনি মানুষকে দেবতা বানান । এখন তিনি তোমাদের একাধারে বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুও । তিনি তোমাদের গ্যারেন্টি দেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে আর আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো । এরপর তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র । নতুন দুনিয়া ছিলো আবার তা অবশ্যই তৈরী হবে । দুনিয়া পতিত হবে আবার বাবা এসে একে পবিত্র করবেন । বাবা বলেন যে, পতিত রাবণ বানায় আর পবিত্র আমি বানাই । বাকি এরা তো সবাই পুতুল পুজো করতে থাকে । তারা একথা জানেই না যে রাবণের কেন দশ মাথা দেখানো হয় ? বিষ্ণুকেও চার হাত দেওয়া হয় কিন্তু এমন কোনো মানুষ কখনো কোথাও হয়ই না । যদি চার হাতের কোনো মানুষ হতো, তার যে সন্তান জন্ম নিতো তারও চার হাত হতো । এখানে তো সকলেরই দুটি হাত । কেউ কিছুই জানে না । যাঁরা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র কন্ঠস্থ করে নেয়, তাঁদেরও কতো অনুসরণকারী তৈরী হয়ে যায় । এ এক আশ্চর্য । ইনি তো হলেন বাবা, ইনি জ্ঞানের অথরিটি । কোনো মানুষই জ্ঞানের অথরিটি হতে পারে না । জ্ঞানের সাগর তোমরা আমাকে বলো - অলমাইটি অথরিটি --- এ হলো বাবার মহিমা । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের মধ্যে অনেক শক্তি ছিলো, আমরা নির্বিকারী ছিলাম । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে একা রাজত্ব করতাম তাহলে অলমাইটিই তো বলা হবে, তাই না । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলো সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক । এই শক্তি তাঁরা কোথা থেকে পেয়েছে ? বাবার থেকে । তিনি তো উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, তাই না । তিনি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । এই ৮৪-র চক্রকে বোঝা তো খুবই সহজ, তাই না । যার দ্বারা তোমরা এই বাদশাহী পাও । পতিত মানুষ এই বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারে না । পতিত তো তাঁদের সামনে মাথা নত করে । তারা মনে করে, আমরা ভক্ত । তারা

পবিত্রের সামনে মাথা নত করে । ভক্তিমার্গও অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এখন তোমরা ভগবানকে পেয়েছো । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, ভক্তির ফল দিতেই আমি এসেছি । মানুষ এমনো গেয়ে থাকে - ভগবান কোনো না কোনো রূপে এসে যাবেন । বাবা বলেন যে, আমি কোনো ষাঁড়ের দেহে আসব না । যিনি উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আসি । উত্তম পুরুষ থাকে সত্যযুগে । কলিযুগে থাকে কনিষ্ঠ, তমোপ্রধান । এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছো । বাবা এসে তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী করেন । এ হলো খেলা । একে যদি বুঝতে না পারো তাহলে স্বর্গতে কখনোই আসতে পারবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এক বাবার সঙ্গে থেকে নিজেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির বানাতে হবে । সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে ।

২) সদা এই খুশীতে থাকতে হবে যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী থেকে নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা তৈরী হই । শিববাবা এসেছেন আমাদের জ্ঞান সূর্যবংশী বানাতে । আমাদের লক্ষ্য হলো এটাই ।

বরদান :-- নিমিত্ত হয়ে যে কোনো সেবা করে অসীমের (বেহদের) বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিয়ে অসীম জগতের (বেহদের) সেবাধারী ভব

এখন অসীম জগতের পরিবর্তনের সেবাতে তীব্র গতি আনো । এমন তো করো না যে, এতো ব্যস্ত আছো যে সময়ই পাও না । তোমরা নিমিত্ত হয়ে যে কোনো সেবা করে বেহদের সহযোগী হতে পারো, কেবল বৃত্তি অসীমের থাকলে ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকবে । অসীমে যত ব্যস্ত থাকবে ততই তোমাদের ডিউটি সহজ হয়ে যাবে । প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেণ্ডে শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন ছড়ানোর সেবা করেই বেহদের সেবাধারী হতে হবে ।

স্লোগান :-- শিববাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড থাকা শিবশক্তিদের শৃঙ্গারই হলো জ্ঞানের অস্ত্র - শস্ত্র ।